তারিখ JUL 28 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ভোরের কাগজ

সম্পাদকীয়

ঢাকা বুধবার ১৩ শ্রাবণ ১৪০৬
২৮ জুলাই ১৯৯৯

ভোরের কাগজ

শিক্ষার মান ও শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ

যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের সাহসী উদ্যোগ অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি গ্রহণের পথে বিরাজমান বাধা ও চাপগুলোকে অতিক্রম করতে হবে যাবতীয় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মাধ্যমেই। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষাঙ্গনের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে যেকোনো মূল্যে।

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গত সোমবার, ঢাকায় বিজনেস, এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (আইইউবিএটি) প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন ও চরিত্র গঠন। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেটধারী ছাত্রদের জ্ঞানের ভাণ্ডার যদি শূন্য থাকে এবং তারা যদি মহৎ চরিত্রের অধিকারী না হয় তাহলে শিক্ষা গ্রহণের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

রাষ্ট্রপতির এ বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ নেই। শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দের পরও শিক্ষার নামে এদেশে যা চলেছে, তা থেকে সৎ ও সুশিক্ষিত নাগরিক গড়ে ওঠার ইঙ্গিত মেলে না। কেবল শিক্ষা গ্রহণ নয়, তা প্রদানের ক্ষেত্রেও অসহনীয় হয়ে উঠেছে বহু অসঙ্গতি। লক্ষ্য বাস্তবায়িত হওয়ার লক্ষণ নেই। সামগ্রিক অপচয়ই কেবল বাড়ছে। ফলে শিক্ষায়তনের ভবনগুলো উঁচু থেকে উচ্চতর হয়ে উঠতে থাকলেও ক্রমাগত নিচে নামছে শিক্ষার মান। শিক্ষা খাতের এই অবনতিশীল অবস্থায় এ সংক্রান্ত যাবতীয় নীতিকথাই রূপান্তরিত হয়েছে আজ অরণ্যে রোদনে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে এ অধোগতির কারণ রয়েছে একাধিক। এবং তা প্রায় সর্বজনবিদিত। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, অভিভাবক, সচেতন ছাত্রসমাজ এবং সর্বস্তরের জনগণের প্রতি রাষ্ট্রপতি সেই চেনা সমস্যাগুলোই আবার নতুন করে তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গে চোখে আঙুল দিয়েই যেন দেখিয়েছেন আমাদের শিক্ষাঙ্গনের নৈরাশ্যজনক দিকগুলো। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নষ্ট হয়েছে মূলত বাইরের হস্তক্ষেপে। এই ট্র্যাডিশন অব্যাহত আছে দীর্ঘসময় ধরে। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দলাদলির দাপটে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা শিকেয় উঠেছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলে একটি করে ছাত্র সংগঠন আছে এবং দলীয় স্বার্থ ও প্রাধান্য সমুন্নত করার বা রাখার স্বার্থে সংগঠনগুলো রক্তারক্তির মতো বিপজ্জনক পদক্ষেপ নিতেও দ্বিধা করে না। দলীয় প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতায় শিক্ষাঙ্গনকে যেভাবে কলুষিত করা হয়েছে তা প্রায় নজিরবিহীন। উদ্বেগের কারণ এটাও যে, দেশের বেসরকারি শিক্ষায়তনগুলোও এ অশুভ প্রভাবের বাইরে নয়।

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের বক্তব্যে আমাদের শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ নিয়ে যে উৎকণ্ঠা ব্যক্ত হয়েছে, তার সমর্থন মেলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদের আলোচনা সভাতেও। দেশের শিক্ষাখাতের ওপর বিশ্বব্যাংক প্রণীত রিপোর্ট পর্যালোচনার লক্ষ্যে আয়োজিত এ আলোচনা বৈঠকে সকল স্তরের শিক্ষার মান নিয়েই উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। আলোচকরা শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার মানোন্নয়ন ও পাঠ্যসূচির ব্যাপক সংস্কারের পক্ষে অভিমত রাখেন। তারা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার মান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক প্রভাব, অভিভাবকদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা, পরীক্ষা পদ্ধতি ও নকল প্রবণতার সমালোচনা করে এই খাত সংস্কারমুক্ত করার যে সব পরামর্শ দিয়েছেন, তা বিবেচনা করে দেখা দরকার। এই গুরুদায়িত্ব পালনে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর মূল চালিকাশক্তি সরকার। রাষ্ট্রপতির বক্তব্য ও বিশ্বব্যাংক-এফবিসিসিআই বৈঠকে উত্থাপিত সমস্যা এবং তা সমাধানের ইঙ্গিতবাহী পরামর্শগুলোর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করাই হবে মঙ্গলজনক।

যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের সাহসী উদ্যোগ অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি গ্রহণের পথে বিরাজমান বাধা ও চাপগুলোকে অতিক্রম করতে হবে যাবতীয় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মাধ্যমেই। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষাঙ্গনে অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে যেকোনো মূল্যে। এ ব্যাপারে শৈথিল্য ও উদাসীনতা: এমনকি সংস্কারের নামে ধীর পদক্ষেপও হবে আত্মবিনাশী।